সুর না সংগীত?

দেবতোষ গুহ

সুর না সংগীত—কার কথা বলব? প্রশ্নটা একটু বেশিই কঠিন। অন্তত আমার জন্য, যার প্রথাগত কোনো শিক্ষাই নেই। তবুও লিখতে হচ্ছে প্রিয় এক নাছোড় বন্ধুর আবদার রাখতে। তাই একে ঠিক প্রবন্ধ-রচনা না বলে টুকরো কথার হিজিবিজি বলাই ভালো।

হেমন্ত তখন প্রায় শেষের প্রান্তে। তাপমাত্রা তখনই শূন্যের কিছু নিচে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। উত্তর আমেরিকার ছোটো একটা শহর। প্রায় জনমানব শূন্য রাস্তা দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ করেই হাঁটার গতি থেমে গেল। পিয়ানো বাজছে, রাস্তার পাশের একটি বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে সে সুর। পিয়ানো শোনার অভিজ্ঞতা একেবারে ছিল না তা নয়। বেতারে কলকাতা 'খ' থেকে রাত সাড়ে এগারোটায় নিয়মিত পাশ্চাত্য সংগীতের অনুষ্ঠান হোত, আমি তার নিয়মিত শ্রোতা। বাখ মোৎর্জাট বিটোভেন–সিমফনি, কনচের্তো, অপেরা নিয়মিত শুনেছি। মনে পড়ছে বেশ কতগুলো রাতে এসেছিলেন সলিল চৌধুরী। বলছিলেন তিনি কীভাবে শুনেছেন মোৎর্জাট–'জুপিটার' বা 'ম্যারেজ অব ফিগারো' তাঁকে কেমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে বারবার! তারপর যোগাড় করেছি সেসব রেকর্ড—'জুপিটার'-'প্যাস্টোরাল'-'কোরাল'। বসন্ত হেমন্ত শরতে নানাভাবে শুনেছি তাদের। কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যায় কি হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল আমি আজও বুঝি না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই বাড়িটার সামনে মনে নেই। তবে সে সুর কোনোদিনও ভুলব না।

এর পরের গল্পটা একটু অন্যরকম। সেটাও হেমন্তের শেষ, তবে জায়গাটা লন্ডন শহর। সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। টেমসের ওপর নৌবিহারের আয়োজন। সেদিন আর আমি একা নই। অন্তত শ'খানেক ভ্রমণপিপাসু নরনারী আমার চারিদিকে। কিন্তু মুহূর্তে আমি একা হয়ে গেলাম। জল-বিহার শুরু হতেই কারা যেন মৃদু আঘাত হানলো একসঙ্গে একাধিক স্বর্গীয় ভাওলিনে! বেজে উঠলো সিমফনি—ভারী মৃদু মায়াবী এক সুর ভাসিয়ে নিয়ে চললো। ওই ভরা দুপুরেও মনে হচ্ছে চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে! এ রকম অস্বাভাবিক অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। চোখের সামনে মোহনীয় লন্ডন-টেমসের একূল ওকূল দুকূল জুড়ে। অথচ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সিমফনির সুর-লহরী। ইচ্ছে হয়েছিল জেনে নেওয়ার, কি ছিল সেই সিমফনিটা? তবে শেষ পর্যন্ত সে আর হয়ে ওঠেনি।

সুরের আশ্চর্য ক্ষমতা। শুধু মনকে নয়, গোটা সমাজের চেতনাকে নাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসে। একদিন 'শান্তিপুর ডুব ডুবু নদে ভেসে গিয়েছিলো'। কিসে? প্রেমে? না সুরে? তর্ককে বেশি দূর না গড়াতে দিয়েই বলা যায়—'সুরে, সংকীর্তনের সুরে'। এমন সুর না হলে এমন প্রেমের জোয়ার বইতো কিনা সন্দেহ। সংকীর্তনের সুরই বাংলাকে জুগিয়েছিল নবজাগরণের ভাষা। 'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্তন' বাংলাকে উপহার দিয়েছিল প্রথম নবজাগরণের ভাষা।

সুর থেকে কেমন সংগীতের কথায় চলে এলাম। আসলে মনে হয়, সুরের বোধ থেকেই মানুষ বানিয়েছিল সংগীত। স্থানের সঙ্গে কালের সঙ্গে তার রূপ শুধু বদলে যায়। সুর ও তার আবেগকে বাদ দিলে, আমার কাছে সংগীত একটা 'ফরম্যাট'-এর মতো। এটা বলছি তার একটা কারণ আছে। সংগীত বলতে আমি প্রথমে চিনতে শিখি কীর্তনকে, পদাবলি কীর্তন আর কি। সে প্রায় আমার জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এর ফরম্যাটটা কিন্তু বেশ জটিল, বিশেষত তালের ব্যাপারে। তবে এরই সঙ্গে রয়েছে এর আরো দুটো স্তম্ভ। সাহিত্য এবং দর্শন। সুর ও আবেগ ছাড়াও আরো কতগুলো বিষয় সংগীতের ফরম্যাটটা তৈরি করে ফেলে, এটা তখনি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল সেদিন, যখন এক আলজিরিয়ান বন্ধু তার সংগ্রহ থেকে একটা সিডি আমায় শুনতে দিলো। তারই দেশের গান, একেবারে কণ্ঠসংগীত। আমার কাছে নিছকই আলজিরিয়ান মিউজিক। অপেক্ষা করছিল একই সঙ্গে চমক ও বিস্ময়। আলজিরিয়ান মিউজিক? না বাংলার কীর্তন? বারবার শুনতে লাগলাম। বুঝলাম অসম্ভব সাদৃশ্য রয়েছে সুরের, যদিও ফরম্যাটটা অনেকটাই আলাদা।

এই হলো সুরকে নিয়ে গোলমাল। এবারে বলি, আমাদের সুর বা সংগীত শুনে অন্য দেশের মানুষেরা কি বলে? বিদেশে কাজ করার সময় আমার পাশের ঘরে বসতো মেরি ক্লদেত। ও নানা দেশের গান শোনে, নানা দেশের ভাষা অল্প অল্প বুঝতে পারে। নিজে ফ্রেন্চ। ওর খুব ইচ্ছে আমাদের বাংলা গান শোনার। সুযোগটা কাজে লাগালাম। একটা রবীন্দ্রসংগীতের এমপিথ্রি সিডি—অসংখ্য গান রয়েছে—ওকে দিয়ে দিলাম। মেরী তো মহাখুশি, নাচতে নাচতে বাড়ি নিয়ে চলে গেল। কাজের সময় কথা বলার ফুসরৎ খুব একটা হতো না। অবসর সময়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগলো আমাদের গান? মেরী কোনো ভণিতা না করেই বললো, কতগুলো খুব ভালো লেগেছে, আবার কতগুলো তেমন মন টানেনি। গুছিয়ে মিথ্যা বলার কোনো চেষ্টাই করেনি। আমার ঔৎসুক্যটা তাতেই বেড়ে গেল।

দুকাপ কফি নিয়ে জমিয়ে বসলাম মেরীর রবীন্দ্রসংগীত বিশ্লেষণ শুনতে। বাইরে তখন হুহু ঠাণ্ডা। বরফের চাদরে সব ঢাকা। মেরী ওর অফিস থেকে সিডিটা নিয়ে এলো। গুণে গুণে তিন, চার, নয় নম্বর—এ রকম গোটা কয়েক গানের গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে বললো ওর না কি এগুলোই সব থেকে ভালো লেগেছে। ও না বোঝে ভাষা না চেনে রবীন্দ্রনাথকে। জিজ্ঞাসা করলাম—কিসে ভালো লাগলো? এ কটাকেই? মেরী চোখটা বুঁজে রইলো, তারপর বললো, 'দেয়ার মারভেলাস টিউনস'! বুঝলাম সুরেই মজেছো তুমি ও-গো বি-দে-শি-নী।

লেখক : কবি; অধ্যাপক, ইন্সিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।